[redacted]

[redacted]

মিরপুর উপজেলার মশান বাজারের তালশাঁস বিক্রেতা রমজান আলী জানান, একটি তাল থেকে দুটি বা তিনটি শাঁস হয়। প্রতি পিস এখন ২০টাকায় বিক্রি করছি। অথচ গত বছরে ১৫ টাকায় বিক্রি করেছি। এই দাম বাড়ার কারণ হিসেবে তিনি বলেন, গ্রামে গ্রামে ঘুরে এসব কচি তাল কিনে আনতে হয় আর তালের সংকট থাকায় এর দাম বেড়েছে।

প্রতিদিন দুই হাজার টাকার তাল শাঁস বিক্রি করেন তিনি। এতে সব খরচ বাদ দিয়ে ৫০০ টাকা আয় হয় বলপও জানান তিনি।

তাল শাঁস কিনতে আসা ক্রেতা আক্তার হোসেন বলেন, গত বছরের থেকে এবার তাল শাঁসের দাম অনেকটাই বেশি। গত বছর যে তালের শাঁস ৩-৪ টাকায় কিনেছি এবার সেই তাল শাঁস প্রথমে ১০ টাকা এবং এখন ৭-৮ টাকায় কিনতে হচ্ছে। তারপরও মৌসুমি ও সুস্বাদু হওয়ায় এর প্রতি আগ্রহের কমতি নেই বলেও জানান তিনি।

শহরের এনএস রোডের কিং টেইলার্সের মালিক তালশাঁস কিনতে আসা রমজান আলী রাজা বলেন, এ বছর প্রচুন্ড গরম। এই গরমে আখের রসের পাশাপাশি তালশাঁসের জুড়ি নেই। তালশাঁস প্রতিনিয়তই আমরা খাচ্ছি। তবে গতবছরের থেকে এ বছর তালশাঁসের দাম দ্বিগুণ হয়েছে বলেও জানান তিনি।

কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: আকুল উদ্দিন বলেন, তাল শাঁস একে সুস্বাদু, অন্যদিকে কচি তালের শাঁসে জলীয় অংশ বেশি থাকায়, তা দেহের পানিশূন্যতা অনেকটাই পূরণ করে। ফলে জ্যৈষ্ঠের এ গরমে কুষ্টিয়ার হাট-বাজারে বেশ কদর বেড়েছে তাল শাঁসের।

তালগাছ রোপন করা পরিবেশবীদ শাহাবুদ্দিন মিলন বলেন, ‘এবার তালের ফলনটাও ভালো হয়েছে। এছাড়া নতুন নতুন গাছ থেকে এই তাল সংগ্রহ করা হচ্ছে।’ তালগাছ বজ্রপাত রোধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকে বলেও জানান তিনি।

তিনি আরও বলেন, বজ্রপাত রোধে জেলার বিভিন্ন উপজেলার সড়কের ধারে ও খালের পাড়ে তালের গাছ রোপণ করে থাকি। এছাড়াও সামাজিক ও বিভিন্ন সংগঠনের আলাদা আলাদা দল এই তালের গাছ রোপণ করে আসছে বলেও জানান তিনি।